ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 38 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৯৪ ● কলকাতা ● ০১ শ্রাবণ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ১৮ জুলাই ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 3

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

সত্য" বইয়ের ঠিক পরেই এই বই লেখা হয়েছে। কিন্তু কতটা আলাদা তা আপনারা পড়েই অনুভব করুন। আমি তো এই বইয়ের মাধ্যমে আবার হিমালয়ের প্রাকৃতিক তটভূমিতে সিদ্ধ মহাত্মাদের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছিলাম। আমিও আপনাদের মত সামান্য মানুষ। আমাকেও জীবনে কতরকম কষ্টের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই সব ঘটনাই লিখেছি।

আমার গুরুসান্নিধ্য মিলেছে সেইজন্যই গুরুকার্য্য করার মাধ্যম হতে পেরেছি। "সমর্পণ ধ্যান" হল আটশ বছরের পুরানো এক ধ্যান পদ্ধতি, কিন্তু সমাজে আজকে এসেছে। এই জ্ঞানের গঙ্গাকি করে অবতরিত হয়েছে, এটা তারই বর্ণনা।

আপনাদের "প্রেম"-এর জন্যই গুরুশক্তিরা এই বই আমাকে দিয়ে লিখিয়েছেন, আমার এরকম মনে হয়। এই বই থেকে আপনাদের জীবনে নতুন শক্তি মিলুক, নতুন চৈতন্য মিলুক, এটাই পরমাত্মার চরণে প্রার্থনা।

আপনাদের

বাবাস্বামী

১৫-৯-২০০৭

ঝুলি ভরে উপহার আনছেন মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের দামামাটা প্রথমে বাজাবে কে? বাংলার রাজনৈতিক মহলে এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। রাত পেরলেই দুর্গাপুরে সভা করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ফলত, তৃণমূলের জুলাইয়ের সভার আগে নিজের রাজনৈতিক পদক্ষেপ বিজেপি স্পষ্ট করবে বলেই ধারণা একাংশের। আর শহিদ সভা হবে, তারই পাল্টা উত্তরের জায়গা।এমনকি, রেল উন্নয়ন খাতেও বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস হতে চলেছে আগামিকাল। জানা গিয়েছে, পুরুলিয়া-কোটশিলা ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইন প্রকল্পটির শিলান্যাস করবেন তিনি। যার জন্য ব্যয় প্রায় ৩৯০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি জামশেদপুর, বোকারো ও ধানবাদের শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে রাঁচি ও কলকাতাকে যুক্ত করবে।তবে শুধুই রাজনৈতিক কচকচানি নয়। বাংলার জন্য ঝুলি ভরে উপহারও নিয়ে আসছেন মোদী। আগামিকালের সভা থেকে ৫ হাজার কোটি

এরপর ৩ পাতায়

বিচারপতির বসুর ছবি পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে', চরম ক্ষুব্ধ বিচারপতি,

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে হওয়ায় আদালত অবমাননার মামলায় উঠে এল বিস্ফোরক অভিযোগ। বিচারপতির ছবির উপর পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। এমন ছবি দেখে চরম ক্ষুব্ধ হাইকোর্টের তিন বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের চেম্বারের বাইরে কিছুদিন আগে বিক্ষোভ দেখান উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।এদিন কুণাল ঘোষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের এই সংস্কৃতি ছিল না। রিকশার পিছনে বিচারপতির ছবি! একজন বিচারপতি সব ছেড়ে রাজনীতিতে যুক্ত হলেন। এটা কি আমাদের সংস্কৃতি ছিল? ডিগনিটির প্রশ্ন যখন উঠছে, তখন সবার কথাই বলা দরকার। যে সব আইনজীবী ওই দিন ছিলেন, তাঁরা রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তাঁরা শুধু আইনজীবী ছিলেন না।"

এই মামলায় কুণাল সহ বাকি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছিল কলকাতা হাইকোর্ট। বর্তমানে বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বৃহত্তর বেঞ্চে চলছে সেই মামলার শুনানি। সেই বিক্ষোভে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এবার সামনে এল নতুন অভিযোগ।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর ছবির উপর পা তুলে প্রতিবাদ করা হল কীভাবে! তীব্র সমালোচনা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা ছবিতে দেখলাম আপনারা বিচারপতির ছবি মাড়িয়ে দিচ্ছেন। বিচারপতির ছবি বিক্ষোভে রাখার অর্থ কী? ওঁকে নিশ্চই সম্মান জানাচ্ছিলেন না?" জবাবে আইনজীবী বলেন, "উনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। পা মাড়াননি।" বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য আরও বলেন, "হতাশা হলেই এই আচরণ কি গ্রহণযোগ্য? প্রতিটি ক্ষেত্রে হতাশার জন্য এটা করা যেতে পারে? বিচারপতিকে শাসাচ্ছেন?" এদিন আইনজীবীকে কার্যত ভর্ৎসনার সুরে বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেন, "কীভাবে ডিফেন্ড করছেন বুঝলাম না। ছবি কি রাস্তায় উড়ে এল? আর উনি দাঁড়িয়ে রইলেন? বিচারপতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোনও আক্রোশ নেই। শুধু ওই মামলার জন্য এই আচরণ? সব মামলায় ক্ষমা চাইলেই সমাধান হয় না। পানের দোকানেও বিচারপতির সমালোচনা হয়। আমরা এসব ভাবি না। কিন্তু এটা কী ধরণের আচরণ?" আদালতে এদিন অভিযুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা নিঃশর্ত ক্ষমা চান।

এদিন কুণাল ঘোষের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতা হাইকোর্টের এই সংস্কৃতি ছিল না। রিকশার পিছনে বিচারপতির ছবি! একজন বিচারপতি সব ছেড়ে রাজনীতিতে যুক্ত হলেন। এটা কি আমাদের সংস্কৃতি ছিল? ডিগনিটির প্রশ্ন যখন উঠছে, তখন সবার কথাই বলা দরকার। যে সব আইনজীবী ওই দিন ছিলেন, তাঁরা রাজনৈতিক দলের সমর্থক। তাঁরা শুধু আইনজীবী ছিলেন না।"

শালবনীতে শিক্ষক সভা
(পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সারা রাজ্যের শিক্ষকদের বিভিন্ন আন্দোলন সত্ত্বেও শালবনীতে আজ শিক্ষকদের একটি বড় সমাবেশ হয়ে গেল, একুশে জুলাইকে সামনে রেখে মেদিনীপুর সদর বিধায়ক সুজয় হাজরা মহাশয়ের উপস্থিতিতে এবং সদর উত্তর চক্রের তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি সুদীপ দাস আহ্বানে প্রায় শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকার উপস্থিতিতে একুশে জুলাই এর গুরুত্ব শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া সুবিধা ও অসুবিধা এবং সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মাননীয়

বিধায়ক সুজয় হাজরা ,তার ভাষনে একুশে জুলাই এর গুরুত্ব এবং শিক্ষকদের দায়িত্ব ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। শালবনী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেপাল সিংহ মহাশয় শালবনীর ইতিহাসে বর্তমান রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড আলোচনা করেন। মাননীয় যুব নেতা সন্দীপ সিং তার ভাষণে সুন্দর ভাবে সমাজের মধ্যে একুশে জুলাই এর গুরুত্ব তুলে ধরার কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি অখিল বন্ধু মহাপাত্র এবং রাজ্য কমিটির যুগ্ম সম্পাদক প্রদ্যুৎ মাইতি মহাশয় দৃঢ় এবং সাবলীল বক্তব্য রাখেন। যুব নেতা গৌতম বেরা ও সুব্রত শানী বক্তব্য রাখেন। তবে সবচেয়ে উল্লেখিত বিষয় হল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডের পর সুন্দর ভাবে এই অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত বক্তা দীর্ঘদিন পর শিক্ষকদের এই সমাবেশের ফলে আনন্দ জ্ঞাপন করেন।

(1ম পাতার পর)

ঝুলি ভরে উপহার আনছেন মোদী

টাকার উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করতে চলেছেন তিনি। জানা গিয়েছে, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ, সড়ক ও রেল-সহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে খবর, ১ হাজার ৯৫০ কোটি টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ হতে চলেছে পেট্রোলিয়াম খাতে। বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলাতেই ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন প্রকল্পেরও শুক্রে শিলান্যাস করবেন তিনি।

এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী উর্জ যোজনার আওতায় দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ১৩২ কিলোমিটার প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। এছাড়াও, এই প্রাকৃতিক গ্যাসের পাইপলাইন পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও নদিয়া জেলার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, যাতে খরচ পড়েছে বাড়তি ১ হাজার ১৯০ কোটি টাকা। শুক্রে সেই রুটেও প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন মোদী।

দুর্গাপুর ও রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার স্টেশনে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদনের জন্য বিশেষ সিস্টেম সংযোজনের প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন মোদী। যার আনুমানিক খরচ প্রায় ১ হাজা ৪৫৭ কোটি টাকা।

“সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা এই তিন দানবের মোকাবিলা করার লক্ষ্যেই আমাদের" - চিন থেকে জয়শঙ্কর

বেবি চক্রবর্তী

এসসিও বৈঠকে চিন, পাকিস্তান-সহ অন্যান্য বিদেশমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে নাম না করে পাকিস্তানকে একহাত নেন জয়শংকর। বলেন, ভারত সন্ত্রাসবাদকে কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। ভারত নিজের মতো করে সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থাকে ‘তিন দানব’ বলে উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী। মঙ্গলবার এসসিও বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেন, “সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও চরমপন্থা এই তিন দানবের মোকাবিলা করার লক্ষ্যেই এই সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল।” পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেন, “এই তিনটি চ্যালেঞ্জ সর্বদা একসঙ্গেই আসে। জম্মু ও কাশ্মীরের পর্যটনমূলক অর্থনীতিকে দুর্বল করতে এবং ধর্মের ভিত্তিতে দেশে বিভাজন তৈরি করতে পরিকল্পিতভাবে ওই হামলা চালানো হয়েছিল।”

এই সন্ত্রাসবাদী হামলার নিন্দা জানিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ ও এসসিও-এর সদস্যভুক্ত কিছু দেশ। তার জন্য ধন্যবাদ জানান জয়শংকর। পাশাপাশি বলেন, “ওই হামলার পর সন্ত্রাসবাদী ও তাদের মদতদাতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাবি ওঠে। সেই অনুযায়ী ভারত পদক্ষেপ নিয়েছে। আমরা যা করেছি, ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে। এসসিও-র উচিৎ যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সংগঠন তৈরি করা হয়েছিল তার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া।

নকল পারমিট নিয়ে তারকেশ্বরে উত্তরপ্রদেশের পুণ্যার্থীদের বাস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নকল পারমিট নিয়ে ভিনরাজ্য থেকে এসে বাংলায় ঢোকার চেষ্টা করছিলেন ওই বাসযাত্রীরা। সেই কারণে বুধবার দুপুরে বীরভূমের মল্লারপুরের ১৪ নম্বর জাতীয়

সড়কের পাশে কিষাণ মাণ্ডিতে বাস আটকায় জেলা পরিবহণ দপ্তর। বেশ কয়েকঘণ্টা আটকে থাকার পর গভীর রাতে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। নকল পারমিট নিয়ে উত্তরপ্রদেশের একটি বাস তারকেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হয়। পুরুষ, মহিলা ও শিশু-সহ বাসে মোট

এরপর ৪ পাতায়

অবশেষে সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক ভিটে ভাঙ্গা থেকে বিরত হলেন ইউনুস সরকার

বেবি চক্রবর্তী

কয়েকদিন ধরেই চলছিল বিতর্ক। উপেন্দ্রকিশোর রায়ের বাড়ি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিল ইউনুস সরকার। কিন্তু মুহূর্তে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভারত সরকার। ময়মনসিংহের হরিকিশোর রায় চৌধুরী রোডে অবস্থিত সত্যজিৎ রায়ের পৈতৃক বাড়ি। এটি সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদা তথা সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর বাড়ি। এই বাড়িটি বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হত। ২০২৩ সালে এই বাড়ি সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তবে সরকার বদল হতেই বদলে গেল চিন্তাভাবনাও। সংস্কার তো দূর, উল্টে ইউনূস সরকার এই বাড়িটি ভাঙার কাজ শুরু করে।

বিষয়টি নজরে আসতেই প্রতিবাদ করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান যে বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই বাড়ি। বাংলাদেশ সরকারের কাছে অনুরোধ করেন এই বাড়িটি সংরক্ষণের জন্য। এরপর কেন্দ্রীয় সরকারও বাংলাদেশকে কড়া বার্তা পাঠায়।

বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতি জারি করে বাড়ি ভাঙার খবরে দুঃখ প্রকাশ করে বলা হয় যে এই বাড়িটিকে না ভেঙে যেন সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কথা ভাবা হয়। ভারত সরকার সংস্কারের কাছে সহযোগিতা করারও প্রস্তাব দেয়। প্রসঙ্গত, শতাব্দী প্রাচীন এই বাড়িটির এক তৃতীয়াংশ ইতিমধ্যেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। তবে নিন্দার মুখে পড়তেই তড়িঘড়ি বুধবার বাড়ি ভাঙার কাজ স্থগিত করে দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে।

সম্পাদকীয়

সাংগঠনিক 'দুর্বলতা'য় মোদির সভার প্রচার নেই,

সার্বিক প্রচারে খামতি। দলীয়ভাবে সেভাবে মিটিং মিছিল, পথসভা করা যায়নি। তাই বাড়ি বাড়ি প্রধানমন্ত্রীর সভায় জন্যে আমন্ত্রণপত্র বিলি বিজেপির। বিধায়ক লক্ষণ ঘোড়ুইকে নিয়ে কার্ড বিলিতে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়। বুধবার গোপালমাঠ জুড়ে চলে এই কর্মসূচি।সভা মঞ্চের পাশেই এই প্রকল্পগুলি উদ্বোধন করে তিনি জনসভায় অংশ নেবেন। সভাশেষে নেহরু স্টেডিয়ামের পাশেই অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট স্টেডিয়ামে তৈরি হেলিপ্যাড থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে যাবেন অণ্ডাল বিমানবন্দরে। সেখান থেকেই দিল্লি পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর দুর্গাপুর সফর নিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব দফায় দফায় বৈঠক করছেন। আজ, বৃহস্পতিবার দিনভর প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি নিয়ে দুর্গাপুরে সভাস্থল পরিদর্শন-সহ কর্মী ও নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।কিন্তু এভাবে কত লোককে টেনে আনা যাবে, তা নিয়ে চিন্তায় দল।

প্রধানমন্ত্রী দুর্গাপুরে আসছেন শুক্রবার। বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব সভাস্থল পরিদর্শন কিংবা ঘরোয়া বৈঠক করতেই ব্যস্ত। দলের জেলার নেতারা ক্ষুব্ধ। এই অবস্থায় বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন নেতারা। বিভিন্ন জায়গায়। বিভিন্ন মহল্লায়। বুধবার যেমন প্রায় জনা তিরিশের বাড়িতে দেওয়া হয় আমন্ত্রণপত্র। লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুর্গাপুরে আসছেন এটাই মানুষের কাছে বড় চমক। আমরা সেই জন্য গোপাল মাঠের মানুষকে সভায় যাওয়ার আহ্বান জানালাম।" দুর্গাপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি প্রধানমন্ত্রীর সভায় আসার আমন্ত্রণপত্র বিলি করছেন বিজেপি কর্মীরা। কর্মীরাও নেতৃত্বের সঙ্গে থেকে ভিড় বাড়াচ্ছেন নেহরু স্টেডিয়ামে। কিন্তু দুর্গাপুর জুড়ে এই 'মেগা ইভেন্ট'-এর প্রচারে ব্যর্থ বিজেপি। মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষ জানছে প্রধানমন্ত্রী আসছেন দুর্গাপুরে। কিন্তু কোথায় বা কখন সেই প্রচার নেই। তাই নেতৃত্ব ঘরে ঘরে গিয়ে আমন্ত্রণপত্র বিলিতে বাধ্য হলেন। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে লক্ষণ ঘড়ুই বলেন, "খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বড় কর্মসূচি হচ্ছে। তাই বৃহৎ আকারে প্রচার হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার থেকে তিন-চারটে জেলা জুড়ে প্রচার শুরু হবে।"

উল্লেখ্য, ১৮ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর দু'টি অনুষ্ঠান দুর্গাপুরে। সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন ও জনসভা। দু'টিই নেহরু স্টেডিয়ামে। দুর্গাপুরের গান্ধীমোড় থেকে জনসভাস্থল নেহরু স্টেডিয়াম পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার 'অঘোষিত' রোড শো করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিহার থেকে অণ্ডাল বিমানবন্দরে নেমে তিনি সড়কপথেই গান্ধীমোড় আসবেন। তার পর শুরু হবে রোড শো। রাস্তার বিভিন্ন মোড়ে বিজেপি কর্মীরা দাঁড়িয়ে ফুল ছুড়ে স্বাগত জানাবেন প্রধানমন্ত্রীকে। রোড শোয়ের পর নেহরু স্টেডিয়ামে এসে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। প্রশাসন ও বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্প, ডিভিসির রঘুনাথপুর ও মেজিয়া কারখানার সম্প্রসারণ, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গেলের আসানসোল কলকাতা গ্যাস পাইপ লাইন, দক্ষিণবঙ্গের ঘরে ঘরে পাইপ লাইনের মাধ্যমে গ্যাস প্রকল্প, জাতীয় সড়কের বেশ কিছু আন্ডারপাস, ওভারব্রিজ, ডিএসপির আধুনিকীকরণের সূচনা করার কথা প্রধানমন্ত্রীর।

মাতৃ স্বপ্নাদেশে তৈরি হয়েছিল আদ্যাপীঠ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(ষষ্ঠ পর্ব)

সামনে আদ্যাস্তোত্র পাঠ করে, তাহলে আমি বিশেষ আনন্দিত হই।' এরপর দেবী আদ্যাস্তোত্র বলেন এবং অন্নদা তা লিখে রাখেন। সেই স্তোত্রই বর্তমানে আদ্যাপীঠে পাঠ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের থেকে দীক্ষা

পরে দেবী আদ্যার স্বপ্নাদেশ মতো, অন্নদা বিজয়া দশমীতে মূর্তিটি বিসর্জন দেন মাঝগঙ্গায়। স্বপ্নাদেশ মতই মূর্তিটির ছবি তুলে রেখেছিলেন অন্নদাচরণ। সেখান থেকেই তৈরি হয় বর্তমান আদ্যামূর্তি।

বাংলার ১৩২৫ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে স্বপ্নে সন্ন্যাস দীক্ষাও দেন। রামকৃষ্ণদেব, অন্নদাকে বলেন, 'তোর কবিরাজি ব্যবসা হবে না'।

অন্নদা ঠাকুরের সকলের জন্য ভাবনা

অন্নদা ঠাকুরই ঠিক করে গিয়েছিলেন, আদ্যাপীঠ মন্দিরের আয় থেকে বালকদের জন্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম এবং বালিকাদের জন্য তৈরি হবে আর্য নারীর আদর্শ শিক্ষাদান কেন্দ্র। এছাড়া সংসারবিবাগী গৃহস্থের জন্য তৈরি হবে বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

নকল পারমিট নিয়ে তারকেশ্বরে উত্তরপ্রদেশের পুণ্যার্থীদের বাস

৬০ পুণ্যার্থী ছিলেন। বুধবার বীরভূমের মল্লারপুরের ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে কিষাণ মাণ্ডিতে বাসটি আটকায় জেলা পরিবহণ দপ্তর। অভিযোগ, ওই বাসের বৈধ পারমিট ছিল না। সে কারণে বাসটি আটকে দেওয়া হয়।

সন্ধেয় বাস আটকে রাখার খবর স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কাছে পৌঁছয়। যাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সন্ধেয় ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। মল্লারপুর মণ্ডল সভাপতি প্রশান্ত বাগদী বলেন, "ডালখোলার কাছে বাসটি পারমিট কাটে। কিন্তু সেই পারমিট নকল। বাসযাত্রীদের কাছে দেওয়ার মতো বাড়তি টাকা ছিল না। তাই তাঁরা টাকা দিতে পারেনি। সে কারণে বাসটি আটকে দেওয়া হয়। তার ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হন পুণ্যার্থীরা।" বিজেপি নেতা শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "পুণ্যার্থীদের মধ্যে মহিলা, শিশুও ছিল। তাঁদের পানীয় জল পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। খবর পেয়ে খাবার জোগাড় করে নিয়ে যাই। পরিবহণ দপ্তরের কাছে তাঁদের ছেড়ে দেওয়ার দাবি করি। কিন্তু না দেওয়ায় পথ অবরোধ করতে বাধ্য হই।"

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিংবদন্তী এই যে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নাকি এই কালীরূপের কল্পনার আদি স্রষ্টা। কিন্তু আনুমানিক ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থ বৃহদ্ধর্ম পুরাণে কালীর প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ইস্কন টাউন' গড়ার জন্য মায়াপুরকে ৭০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিউটাউন: নবদ্বীপ ও কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে।মায়াপুরকে অর্থাৎ ইসকনকে ৭০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। যাতে সেখানে 'ইস্কন টাউন' গড়ে উঠতে পারে। যেখানে সবকিছু থাকবে। বৃহস্পতিবার নিউটাউনে আবাসন প্রকল্প সহ একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধনে এসে একথা ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ভিন রাজ্যে বাঙালিদের হেনস্থা করার বিষয়টি নিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন সরব হন। বাংলাতেও দেড় কোটি বাইরের শ্রমিক কাজ করেন দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার নিউ টাউনে আবাসের উদ্বোধন করেন তিনি। শিশুদের জন্য বিনোদন পার্ক উদ্বোধন হয়। নিউটাউনে গরিবদের জন্য দুটি বড় আবাসন প্রকল্প তৈরি হবে। ১২১০ টি ফ্ল্যাট থাকবে আবাসনে। অনেক গরিব

মানুষের মাথা গোজার জায়গা হবে। বিনামূল্যে ৭একর জমি দিয়েছে রাজ্য এই আবাসন করার জন্য। রাজারহাটে জমির দাম অনেক বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।তিনি বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করে বলেন,কালীঘাটে স্কাইওয়ার্ক করেছি। একটু অনুগ্রহ করে গিয়ে দেখে আসবেন সেখানে অনেক কিছু তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম স্কাইওয়াক তৈরি করা হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়টি তৈরি হল কালীঘাটে, খুব চওড়া অনেকটা জায়গা পাওয়া গিয়েছে এবং তৃতীয়টি হচ্ছে জল্পেশ মন্দিরে। তারকেশ্বরের উন্নয়ন করা হয়েছে। দুধ পুকুরের উন্নয়ন করা হয়েছে। নবদ্বীপকে হেরিটেজ ঘোষণা করে মায়াপুরকে 'ইস্কন টাউন' করতে জমি দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিঘায় জগন্নাথ মন্দির করেছি। সেখানে বাইরে থেকেও বহু মানুষ আসছেন জগন্নাথ ধাম দেখতে। জল্পেশ মন্দিরে যাওয়ার জন্য নতুন সেতু হচ্ছে ।

জলপাইগুড়িতে জর্দা নদীর উপরে নতুন সেতু তৈরি হবে। বৃহস্পতিবার নিউটাউন আবাসন প্রকল্পের সূচনার পাশাপাশি একাধিক প্রকল্পের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেন অনেক ভালো কাজ করা হয়েছে। বাংলায় শিখ, জৈন,বৌদ্ধ, হিন্দু মুসলিম সবাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিনে উৎসবে মেতে ওঠে বাংলা। হোলি উৎসব পালন হয় বাংলায়। কিন্তু তার মধ্যে সব সময় খোঁজা হয় খারাপটি এবং সেটিকে নিয়ে সমালোচনা করা হয় । গালমন্দ করা হয়।বিজেপি সরকারকে নিশানা করে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের প্রশ্ন রাজ্যে ১৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে বলে পরিকল্পনা নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৭ লক্ষ রোহিঙ্গা(Rohinga) আছে বলে বলা হচ্ছে।

নির্যাতিতার নাম ফাঁস! হাইকোর্টে চিঠি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন বিনীত গোয়েল, মিলল স্বস্তি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ্যে আনায় আদালত অবমাননার অভিযোগ উঠেছিল প্রাক্তন সিপি বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে চিঠি পাঠিয়ে ক্ষমা চেয়ে স্বস্তি পেলেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিচারপতি রাজা শেখর মান্থা ও বিচারপতি অজয় গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দিয়েছে, মামলাটির নিষ্পত্তি করা হল। আদালত এ বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করতে চাইছে না।

এদিন বিচারপতিরা স্পষ্ট জানান, "পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা মনে করছি মামলাটির নিষ্পত্তি প্রয়োজন। কারণ, এক দিকে প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার অনিচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করেছেন, অন্য দিকে মামলাকারীর আইনজীবীও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিষয়টি তুলে ধরেছেন।"

আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু বিনীত গোয়েল স্বীকার করেছেন যে নির্যাতিতার নাম বলে ফেলাটা অনিচ্ছাকৃত ছিল এবং তিনি নিজের ভুল বুঝে নিয়েছেন, তাই আর নতুন করে তাঁকে শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

পাশাপাশি, রাজ্যের ডিজিকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য পুলিশ আধিকারিকদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে কোনওভাবে নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের নাম প্রকাশ্যে না আসে।

আদালতকে দেওয়া চিঠিতে বিনীত গোয়েল লিখেছেন,

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

৩৫ বছর বাদে নিরস্ত্র জনতার উপরে গুলি চালিয়ে বাংলাদেশে খলনায়ক সেনাপ্রধান ওয়াকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা: ১৯৯০ সালে শেষ বার নিরস্ত্র জনতাকে সবক শেখাতে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। তার পর ৩৫ বছর বাদে ফের খুনেবাহিনীর ভূমিকায় দেখা গেল জংলা পোশাকধারীদের। গতকাল বুধবার (১৬ জুলাই) যেভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমাধি রক্ষাকারী নিরস্ত্র জনতার উপরে নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে সেনাবাহিনী, তাতে শিউরে উঠেছেন সাধারণ মানুষ।সেনাবাহিনীর গুলিতে পাঁচ নিরীহের মৃত্যুর ঘটনায় যেমন শোকপ্রকাশ করা হয়নি, তেমনই গুলি করে একাধিক লাশ মধুমতী নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার মতো বিস্ফোরক অভিযোগ নিয়ে টুঁ শব্দ করা হয়নি। ফলে সেনা জনসংযোগ দফতরের ওই বিতর্কিত পোস্ট ক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি ঢেলেছে। অনেক নেটা নাগরিক পোস্টের নিচে লিখেছেন, 'এতদিন

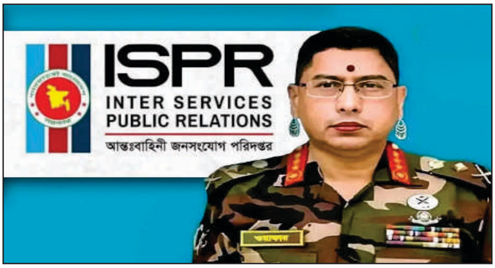

ধর্ষণ-তোলাবাজির জন্য পরিচিত ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এখন দেখা যাচ্ছে জঙ্গিদের হয়ে সুপারি কিলারের ভূমিকা পালন করছে।'আর ওই নির্বিচারে গুলি চালানোর জন্য দেশজুড়ে তীব্র নিন্দা ও ধিক্কারের মুখে পড়েছে জামায়াত ইসলামী শিবিরের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে বাংলাদেশ সেনার ওই খুনে রূপের সঙ্গে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর তুলনা টেনে তুলোধনা করেছেন নেটা নাগরিকরা।

ওই ধিক্কারের মুখে পড়ে বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) বিকেলে সেনাবাহিনীর জনসংযোগ অধিদফতরের তরফে ফেসবুকে এক পোস্ট করা হয়েছে। তাতে নির্বিচারে গুলি চালানোর পক্ষে সাফাই দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'গোপালগঞ্জে একটি রাজনৈতিক দলের জুলাই পদযাত্রার অংশ হিসেবে আহ্বান করা জনসমাবেশকে কেন্দ্র করে এলাকার একদল উচ্ছৃঙ্খল জনতা বুধবার সংঘবদ্ধভাবে সদর উপজেলায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ ঘটনায় প্রাথমিকভাবে কয়েকজন পুলিশ সদস্য ও সাংবাদিক আহত হয়েছেন। এছাড়া শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও সরকারি যানবাহনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হওয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করে এবং প্রাথমিকভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। সেনাবাহিনী হামলাকারীদের মাইকে বারবার ঘোষণা দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলে তারা সেনাবাহিনীর ওপর বিপুল সংখ্যক ককটেল ও ইটপাটকেল ছুড়ে হামলা করে। এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী আত্মরক্ষায় বলপ্রয়োগে বাধ্য হয়।'

মঙ্গলবার বলেছিলেন যাব, মোদী আসার আগে রাতে দিলীপে জানিয়ে দিলেন যাচ্ছেন না দুর্গাপুরে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা: কিছুদিন আগেই এসেছিলেন আলিপুরদুয়ারে। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগে দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে একজোট হয়ে লড়াইয়ের ডাকও দিয়েছিলেন। এবার ফের আসছেন। রাত পোহালেই দুর্গাপুরে বিরাট জনসভা। কয়েকদিন আগেই সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন বিজেপির সব হেভিওয়েটরা। পৌঁছে গিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও। কিন্তু, দিলীপ ঘোষ কী যাবেন? সকাল থেকেই অনিশ্চয়তার মেঘ। যাবেন কী যাবেন না তা নিয়ে ঠিক করে কিছুই জানা যায়নি! তেমনটাই খবর ছিল ঘনিষ্ঠমহল সূত্রে। যদিও সন্ধ্যাতেই জানা গেল পাকা খবর।

দুর্গাপুরে মোদীর সভায় যাচ্ছেন না দিলীপ। মেদিনীপুর জোনে সভা হলে যাব, জানালেন দিলীপ। পার্টিকে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না। ঘনিষ্ঠ মহলে বললেন দিলীপ।

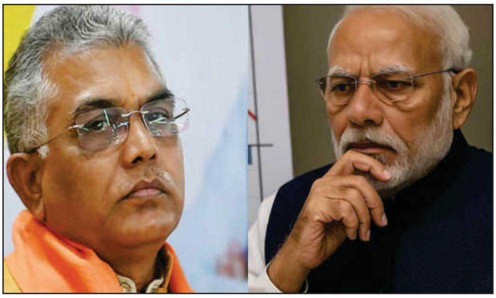

প্রসঙ্গত, শেষ লোকসভা নির্বাচনে এই দুর্গাপুর থেকেই দিলীপ ঘোষকে টিকিট দিয়েছিল বিজেপি। কীর্তি আজাদের সঙ্গে জোরাল টক্কর হলেও শেষবেলায় নিরাশ হয়েই ফিরতে হয়েছিল দিলীপকে। যদিও চেনা গড় মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে তাঁকে সেখান দাঁড় করানো নিয়ে বিতর্কও কম হয়নি।

দুর্গাপু্র যাওয়া নিয়ে গত মঙ্গলবার মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল দিলীপ ঘোষকে। স্পষ্ট বলেছিলেন, "শেষ নির্বাচনের সময় অনেক জায়গায় সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আমি তখন নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আগে আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন, কিন্তু অত দূরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কর্মীরা ডেকেছে আমাকে দুর্গাপুরে। সেখানে চলে যাব। সবার জন্য কোনও আমন্ত্রণপত্র হয় না। হাজার হাজার লোক আসবে। জানাবেন মিডিয়ায় জেনে লোক আসবে, পার্টির কর্মী এমন ভাবেই আসবে, আমিও যাব।"

(5 পাতার পর)

নির্যাতিতার নাম ফাঁস! হাইকোর্টে চিঠি দিয়ে ক্ষমা চাইলেন বিনীত গোয়েল, মিলল স্বস্তি

"ভারতীয় আইন মেনে চলা আমার প্রধান কর্তব্য। আমি সেটাই করি। কিন্তু সেদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে নির্যাতিতার নাম বলে ফেলেছিলাম। এজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।"

প্রসঙ্গত, আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্ত চলাকালীন এক সাংবাদিক বৈঠকে নির্যাতিতার পরিচয় প্রকাশ করে ফেলেন তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে।

অবশেষে, তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করে মামলার নিষ্পত্তির মাধ্যমে এই পর্বের ইতি টানল কলকাতা হাইকোর্ট।

সিনেমার খবর

সুশান্তের পর টার্গেট কার্তিক!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে ফের নেপোটিজম ও ক্ষমতার লড়াই নিয়ে সরব হলেন সংগীত পরিচালক অমল মালিক। তার অভিযোগ, প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মতো এবার কার্তিক আরিয়ানকে বলিউড থেকে সরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে।

সম্প্রতি এক গণমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অমল মালিক বলেন, “কার্তিককে বলিউড থেকে তাড়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন কিছু প্রভাবশালী অভিনেতা ও প্রযোজক। বলিউডের অন্ধকার দিক এখন অনেকটাই মানুষের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।”

তিনি আরও বলেন, “এই ইন্ডাস্ট্রি এতটাই নির্মম যে, একজন মানুষের জীবনও এখানে সুরক্ষিত নয়। সুশান্ত সেই অন্ধকার সামাল দিতে পারেননি। কেউ বলেন আত্মহত্যা, কেউ বলেন তাকে হত্যা করা হয়েছে। যেটাই হোক—মানুষটা তো আর নেই।” সুশান্তের প্রসঙ্গ টেনে অমল বলেন, “তাকে নিয়ে বলিউডের বড় প্রযোজকরা বলেছিলেন, ‘এই ছেলেটাকে ধ্বংস করে দিতে হবে।’ মানসিকভাবে দুর্বল করে তোলা হয়েছিল তাকে।”

কার্তিক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “ওও তো বাইরের ছেলে। নিজের চেষ্টা ও প্রতিভায় জায়গা করে নিয়েছে। অনেক সফল ছবি উপহার দিয়েছে। তাই ওকেও সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা চলছে। সবই ক্ষমতার খেলা।”

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ১৪ জুন সুশান্ত সিং রাজপুতের মরদেহ তার মুম্বাইয়ের বান্দ্রার ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ প্রাথমিকভাবে আত্মহত্যার কথা জানালেও, তার মৃত্যুকে ঘিরে নানা জল্পনা এখনো রয়ে গেছে। মৃত্যুর আগে একাধিক সিনেমা থেকে বাদ পড়েন সুশান্ত। অভিযোগ আছে, বলিউডের একাংশ তাকে বয়কট করেছিল।

‘৮ কেন, ১২ ঘণ্টাও কাজ করা যায়’: দীপিকাকে ঘিরে রাশমিকার মন্তব্যে তোলপাড়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মা হওয়ার পর কাজ ও ব্যক্তিজীবনের ভারসাম্য রাখতে দিনে আট ঘণ্টার বেশি কাজ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। এই শর্ত মেনে নিতে না পারায় তাঁকে বাদ দেন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা, যিনি পরিচালনা করছেন প্রভাস অভিনীত ছবি স্পিরিট।

দীপিকার এই সিদ্ধান্তে বলিউডের অনেকে একমত হলেও, ভিন্নমত পোষণ করেছেন দক্ষিণী তারকা রাশমিকা মান্দানা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, “৮ কেন, সিনেমার স্বার্থে ১২ ঘণ্টাও কাজ করা যায়।” যা দীপিকাকে ঘিরে পরোক্ষ খোঁচা বলেই দেখছেন অনেকে।

রাশমিকা বলেন, “গোটা দেশ এই বিষয় নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু কাজের সময় নির্ভর করবে প্রজেক্ট ও টিমের প্রয়োজনীয়তার ওপর। এসব বিষয়ে ছবিতে সই করার আগেই পরিষ্কার হওয়া উচিত।”

তিনি আরও বলেন, “আমি অনেক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছি—তেলুগু, কন্নড়, তামিল। সেখানেও সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মানে ৮ ঘণ্টা কাজ করেছি। তবে হিন্দি ছবিতে আমাকে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়েছে। মনে হয়েছে যেন ১২ ঘণ্টা না, টানা ৩৬ ঘণ্টা কাজ করেছি!”

দীপিকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইতিমধ্যে বলিউডে চলছে নানা মতভেদ। কেউ বলছেন— মা হিসেবে এটি তাঁর যৌক্তিক দাবি, আবার অনেকে বলছেন পেশাদারিত্বের খাতিরে দীর্ঘসময় কাজ করাই শিল্পীর দায়িত্ব।

মুক্তির আগেই রেকর্ড গড়লো হৃতিকের ‘ওয়ার ২’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই নতুন রেকর্ড গড়েছে বহুল প্রতীক্ষিত বলিউড সিনেমা ‘ওয়ার ২’। হৃতিক রোশন, কিয়ারা আদভানি ও দক্ষিণী সুপারস্টার জুনিয়র এনটিআরের এই অ্যাকশনধর্মী সিনেমাটি ৭,৫০০ স্ক্রিনে মুক্তি পাচ্ছে। যা ভারতের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক স্ক্রিনে মুক্তি পাওয়া সিনেমা হতে যাচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এই সময় জানিয়েছে, ‘ওয়ার ২’ শুধু আকারে নয়, আলোচনার দিক থেকেও আগের কিস্তিকে ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৯ সালে মুক্তি পাওয়া ‘ওয়ার’ বক্স অফিসে আয় করেছিল প্রায় ৪৭৫ কোটি রুপি। এবার সেই সাফল্যকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা নির্মাতাদের।

সিনেমাটির পরিচালক অয়ন মুখার্জি বলেন, "প্রথম কিস্তির সাফল্য আমাদের আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। ‘ওয়ার ২’ বক্স অফিসে আরও বড় কিছু করে দেখাবে বলে আমরা আশাবাদী।"

‘ওয়ার ২’ হচ্ছে যশরাজ ফিল্মসের ‘স্পাই ইউনিভার্স’-এর নতুন সংযোজন। এতে প্রথমবার বলিউডে পা রাখছেন জুনিয়র এনটিআর।

সিনেমার ট্রেলারে হৃতিকের মারকাটারি অ্যাকশন, জুনিয়র এনটিআরের শক্তিশালী উপস্থিতি ও কিয়ারার আবেদনময় লুক দর্শকদের হৃদয় জয় করেছে। ভারত-পাকিস্তান রাজনৈতিক উত্তেজনার পটভূমিতে নির্মিত এই ছবিটি হিন্দি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় মুক্তি পাবে।

প্রায় ২০০ কোটি রুপি বাজেটের এই সিনেমাটি আগামী ১৪ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে।

নেইমারের মাইলফলক ছোঁয়া গোলে সান্তোসের জয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলিয়ান সিরি আ'লিগে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা ফ্লামেঙ্গোর বিপক্ষে দারুণ চমক দেখাল রেলিগেশন অঞ্চলের সান্তোস। ইনজুরি কাটিয়ে ফেরা নেইমারের একমাত্র গোলে শক্তিশালী ফ্লামেঙ্গোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা।

বৃহস্পতিবার (১৭ জুলাই) অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৮৪তম মিনিটে গোলটি করেন নেইমার। মাঝমাঠে বল কেরে নেয় সান্তোস, বাঁ প্রান্তে লম্বা পাস পেয়ে গুইলের্মে ডি-বক্সে বাড়ান, সেখান থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ড্রিবল ও নিখুঁত ফিনিশিংয়ে গোল করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

ম্যাচে বল দখলে পিছিয়ে থাকলেও আক্রমণে সমান লড়েছে সান্তোস। ফ্লামেঙ্গো ১০টি শটের ৫টি লক্ষ্যে রাখতে পারলেও, সান্তোস ৮ শটের ৪টি রাখে লক্ষ্যে। গোল ছাড়াও নেইমার এদিন তৈরি করেন ৩টি গোলের সুযোগ, যার মধ্যে ২টি ছিল বড় সুযোগ। সঙ্গে সফল ড্রিবল করেছেন ২ বার।

এই গোলের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী নেইমার। গোল ও অ্যাসিস্ট মিলিয়ে এটি তার ক্যারিয়ারের ৭০০তম গোল অবদান। ৭৩২ ম্যাচে ৪৪৩ গোল ও ২৫৭ অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি। চলতি মৌসুমে এটি সান্তোসের হয়ে তার চতুর্থ গোল হলেও, লিগে এটাই প্রথম।

এই জয়ের ফলে ১৩ ম্যাচে ৪ জয় ও ২ ড্রয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে সান্তোস উঠে এসেছে ১৩ নম্বরে। অন্যদিকে, হার সত্ত্বেও ১৩ ম্যাচে ৮ জয় ও ৩ ড্রয়ে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে ফ্লামেঙ্গো।

হরভজনের রেকর্ড ভাঙলেন মেহেদী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলম্বোর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের আলোঝলমলে সন্ধ্যায় এক দুর্দান্ত বোলিং পারফরম্যান্সে ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশের অফস্পিনার শেখ মেহেদী হাসান। ইনজুরিতে থাকা মেহেদী হাসান মিরাজের পরিবর্তে একাদশে জায়গা পেয়েই নিজেকে প্রমাণ করলেন তিনি।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাত্র ১১ রানে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন মেহেদী। তার চার ওভারের অসাধারণ স্পেলে ছিল এক ওভার মেডেনও। তার বিধ্বংসী বোলিংয়ের মুখে স্বাগতিক লঙ্কানরা গুটিয়ে যায় মাত্র ১৩২ রানে।

মেহেদীর এই বোলিং ফিগার প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে কোনো বিদেশি বোলারের সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। এতদিন এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন ভারতের হরভজন সিং, তিনি ২০১২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১২ রানে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। মেহেদী সেই রেকর্ড ভেঙেছেন এক রান কম খরচ করে।

লঙ্কান ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারেই আঘাত হানেন মেহেদী। শূন্য রানে ফেরান কুশল পেরেরাকে। এরপর তার ঘূর্ণিতে বিভ্রান্ত হয়ে বিদায় নেন দিনেশ চান্দিমাল। অধিনায়ক চারিথ আসালাঙ্কা ও ওপেনার পাথুম নিশাঙ্কাকেও সাজঘরে পাঠিয়ে শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং ভেঙে দেন মেহেদী।

রান তাড়ায় বাংলাদেশের শুরুটা ছিল দারুণ। ওপেনার তানজিদ হাসান তামিম ঝড়ো ব্যাটিংয়ে ৪৭ বলে করেন ৭৩ রান। এই ইনিংসে ছিল ৬টি বিশাল ছক্কা। তার ব্যাটে ভর করেই বাংলাদেশ মাত্র ১৬.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান তুলে জয় নিশ্চিত করে।

এই জয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২-১ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয়।

ক্লাব বিশ্বকাপে চমক দেখিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় অঘটনগুলোর একটির জন্ম দেওয়ার নায়ক এবং আসরে দ্যুতি ছড়ানো ইগো জেসুস ইংলিশ ফুটবলে পাড়ি দিচ্ছেন। বতাফোগোর এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকারকে দলে ভিড়িয়েছে নটিংহ্যাম ফরেস্ট।

চার বছরের চুক্তিতে জেসুসকে দলে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নটিংহ্যাম। তার ট্রান্সফার বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি ক্লাবটির বিবৃতিতে। যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত এবারের ক্লাব বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়ে চমক জাগানো পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছে বতাফোগো। 'বি' গ্রুপের রানার্সআপ হয়ে নকআউট পর্বে ওঠার পথে তারা হারিয়ে দেয় ইউরোপের চ্যাম্পিয়ন পিএসজিকে, ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন জেসুস।

আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে সিয়াটল সাউন্ডার্সের বিপক্ষে জয়ের পথেও একটি গোল করেন তিনি। শেষ ষোলোয় আরেক ব্রাজিলিয়ান ক্লাব পালমেইরাসের বিপক্ষে হেরে আসরে পথচলা থামে বতাফোগোর। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লাব শাবাব আল আহলি থেকে ২০২৪

সালের জুলাইয়ে বতাফোগোয় যোগ দেন ২৪ বছর বয়সী এই ফরোয়ার্ড। সেখানে লাতিন আমেরিকার সেরা টুর্নামেন্ট কোপা লিবের্তাদোরেস ও ব্রাজিলিয়ান লিগ সেরি জয়ের স্বাদ পান তিনি।

ক্লাবের হয়ে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে গত অক্টোবর-নভেম্বরের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের সূচিতে প্রথমবারের মতো ব্রাজিল দলে ডাক পান জেসুস। চিলির বিপক্ষে অভিষেক ম্যাচে জালের দেখাও পান তিনি। এবার তার সামনে ইউরোপিয়ান ফুটবলের চ্যালেঞ্জ।

২০২৪-২৫ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগে অনেকটা সময় চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে থাকলেও, শেষ পর্যন্ত সপ্তম হয়ে আসর শেষ করে নটিংহ্যাম। আগামী মৌসুমে তারা উয়েফা কনফারেন্স লিগে খেলবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR